দিংসা ০ বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২০২০ খ্রি. [ISSN 2394-1278 DITSA] ১৯৭-২০৩

রবীন্দ্র-প্রবন্ধে শৈলীর প্রয়োগ : অনুভবে 'প্রাচীন সাহিত্য'

মৃণালচন্দ্র হালদার*[1]

অলংকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে, রীতি হল কাব্যের আত্মা। অর্থাৎ কাব্য হল রীতি সর্বস্ব। রীতি হল স্রষ্টার নিজস্ব ধরন বা ঘরানা। ইংরেজিতে যাকে বলে style। এই রীতি-ধরন-ঘরানা কিংবা style-এর নান্দনিক বাংলা হল শৈলী।

একটা শিল্প, সে যে ধরনের হোক না কেন, রীতি বা শৈলীর গন্ধ শুঁকে ধরা যায় এর স্রষ্টা কে। তবে সে 'স্রষ্টা' প্রামাণিক হওয়া আবশ্যক। কথাটা একটু খুলে ধরলে দাঁড়ায়, রবীন্দ্রসংগীত অথবা নজরুল গীতি, যাঁরা সংগীত বোদ্ধা— কানে ধরেই বলে দেবেন, এটি কী জাতীয় এবং এর স্রষ্টা কে... ইত্যাদি। তাই শৈলী হল একটি শিল্পের নিজস্ব সম্পদ; যা কিনা ওই শিল্প ও শিল্পীকে ধরতে বা চেনাতে সাহায্য করে।

রবীন্দ্র-সৃষ্টির বিস্ময়-বিচিত্র সম্ভারের মধ্যে তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য, সাহিত্য রসিক ও সাহিত্য সমালোচক মহলে বেশ ছাপ রাখে, সন্দেহ নেই। আমার এ ক্ষুদ্র রচনায় তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ সংকলনটি (নির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ) গ্রহণ করেছি, প্রবন্ধে তাঁর শৈলী প্রয়োগের নৈপুণ্য সম্বন্ধে কিছু কথা বলার অভিপ্রায়ে।

গ্রন্থটির শিরোনামেই রয়েছে এর পরিচয়। রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, কাদম্বরীর মতো মহাকাব্য এবং মহাকাব্য থেকে জাত epic ling নিয়ে রয়েছে তার সমালোচনা। এ সমালোচনাকে ঠিক পূজা বলাই যায়। মূল সৃষ্টির যথার্থ দর্শন উন্মোচন করে তিনি দেখালেন, কবির সৃষ্টি আর এক কবির দৃষ্টিতে কেমন করে ধরা পড়ে।

রামায়ণ

'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ সংকলনের প্রথম উপহার 'রামায়ণ'। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। শুরুতেই সে কথার স্বীকারোক্তি রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটির শৈলী প্রসঙ্গে দৃষ্টি দিতে গিয়ে যে বিষয়গুলি চোখে পড়ে প্রথমে সেগুলির উল্লেখ করা গেল—

ক) সাধুগদ্যের প্রয়োগ— কিন্তু সহজবোধ্য।
খ) ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদের ব্যবহার।
গ) তুলনামূলক আলোচনা।

*1 সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সম্মিলনী কলেজ।

ঘ) বিদেশি শব্দকে বাংলা হরফে লেখা।
ঙ) বিস্তার বোঝাতে একই শব্দের পরপর দুইবার প্রয়াগ।
চ) অভিনব বাক্য গঠন পদ্ধতি।
ছ) গদ্যে অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য।

ক) সাধুগদ্য : কিন্তু সহজবোধ্য

সংকলনের সবকটি প্রবন্ধই সাধুগদ্যে রচিত। বলা বাহুল্য, সাধু হলেও সহজবোধ্য। ক্ষেত্রবিশেষে চলিত গদ্যের শব্দ বা পদ ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। যেমন— '...ইহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে'। এখানে 'গেছে' এই সমাপিকা ক্রিয়াটি তার দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত যত্রতত্র রয়েছে। এজাতীয় কয়েকটি শব্দ— ঘর, এমন, মানুষ, বাকি, রাখা, কথা ইত্যাদি। আসলে সাধু গদ্যের আঙিনায় চলিত গদ্যের পদধ্বনি শ্রুত হতে থাকে। এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

১) ...যে কথা খাটে। ২) ...ধরা না দিত। ৩) ...একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। সাধু গদ্যের জটাজাল ভেদ করে চলিত গদ্যের এইভাবে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসা, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই।

খ) ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদের ব্যবহার

এ জাতীয় গুরুগম্ভীর একটি বিষয় পাঠকের কাছে সহজ-রসগ্রাহী করে তুলতে বোধহয় প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ এই কৌশল নিয়ে থাকবেন। দুটি-তিনটি, বড়োজোর চারটি বাক্যে এক একটি অনুচ্ছেদ সম্পন্ন করেছেন। দুটি বাক্যে সম্পন্ন অনুচ্ছেদ :

> "মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।"

এখানেই অনুচ্ছেদটি শেষ করা হয়েছে। আসলে টুকরো টুকরো ভাব যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই অনুচ্ছেদ শেষ করা হয়েছে। এইভাবে গোটা ভাবনার বিস্তার করেছেন তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে।

গ) তুলনামূলক আলোচনা

বাংলা প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনার ধারাটি বোধহয় প্রথম আনলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে এই রীতি গ্রহণ করলেন। এই রীতিতে কখনো তিনি ভারতীয় মহাকাব্য ও মহাকবির সঙ্গে পাশ্চাত্য মহাকাব্য ও মহাকবিদের তুলনা করলেন, কখনো বা মহাকবি ও কবির মধ্যে তুলনা করলেন। আবার দেখা যায়, মহাকাব্যের সঙ্গে কাব্যের তুলনা করেছেন।

ঘ) বিদেশি শব্দকে হরফে লেখা

তুলনাত্মক বিচার করতে গিয়ে তিনি যেমন বিদেশি শব্দ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবে পাঠকের সুবিধার জন্য তার বাংলা হরফ গ্রহণ করলেন। এখানেও

প্রাবন্ধিকের রসবোধ ও শৈলীর দিকটি খুব সূক্ষ্মভাবে স্মরণ করা যায়। এ জাতীয় কিছু শব্দ— এপিক, প্যারাডাইস লস্ট, ইলিয়ড, এলিড, হোমর, ভর্জিল, লাইব্রেরি, য়ুরোপ, রোম ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিরাচরিত উচ্চারণের সামান্য সংশোধন ঘটালেন তিনি। এটিও কি তাঁর নিজস্ব ভাবনা— না অপরের দ্বারা প্রভাবিত তা গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। যেমন আমরা উচ্চারণ করি— ইউরোপ, এখানে হয়েছে 'য়ুরোপ', আবার ভার্জিল হয়েছে 'ভর্জিল' ইত্যাদি।

ঙ) বিস্তার বোঝাতে একই শব্দের পাশাপাশি প্রয়াগ

অধিক বা বিস্তার বোঝাতে একই শব্দ পরপর অর্থাৎ যুগলে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে গদ্যের শ্রুতি মাধুর্য ও শব্দ বন্ধন দৃঢ় হয়েছে বলা যায়। যেমন— স্ব স্ব, ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, শত শত, শতাব্দীর পর শতাব্দী, দ্বারে দ্বারে, নরনারী ইত্যাদি।

চ) অভিনব বাক্য গঠন পদ্ধতি

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্য নির্মাণ করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক অভিনব বাক্য গঠন রীতি আশ্রয় করলেন। যেমন—

১) কিন্তু তথাপি...। ২) যে দেশে যে কালে... সে দেশে সে কালে। ৩) এত সত্য নহে... যত সত্য। ৪) মোটামুটি, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি।

'কিন্তু তথাপি...' বাক্যটির শুরুতেই তিনি দুটি অব্যয় পদ পাশাপাশি ব্যবহার করলেন অভিনব দক্ষতায়। প্রথম শ্রেণির গদ্য শিল্পীর পক্ষে এটা সম্ভব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে জটিল বাক্য গঠনের কথা বলা হয়েছে। 'যে দেশে যে কালে... সে দেশে সেকালে' এবং 'এত সত্য ... যত সত্য' এই পরিচিত জটিল বাক্যের কাঠামোটি রেখে 'দেশে কালে' এবং 'এত সত্য ... যত সত্য'– এই শব্দ যুগল জুড়ে দিলেন বড়ো শৈল্পিক দক্ষতায়। এছাড়া 'শক্তি ও শান্তি' এখানে ভিন্নার্থক সমোচ্চারিত শব্দ যুগলের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। আর 'মোটামুটি কিংবা বাড়াবাড়ি'— এই শব্দ যুগলের মধ্যে ধনাত্মক শব্দ প্রয়োগের আভাস রয়েছে।

ছ) অলংকার প্রয়াগ

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাঁর কাব্যে অলংকারের প্রয়াগ প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। সেখানে সে রাজ্যে তিনি রাজাধিরাজ। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তাঁর অলংকার প্রয়াগ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। আসলে মহাভাববাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহাজাগতিক দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে নানা শব্দকে প্রয়োজন মতো বন্ধন করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তাঁর নিজস্ব ঘরানার দিকটি বিকশিত হয়ে পড়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেল।

১) বনস্পতির মত...। (উপমা)

২) জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায়...। (উপমা)

৩) যেন তাহার সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়। (উৎপ্রেক্ষা)

এইভাবে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদি অলংকারের প্রয়াগে রয়েছে এখানে।

জ) চিত্রকল্পের প্রয়োগ

সাহিত্যে চিত্রকল্পের প্রয়োগ অপরিহার্য। কবিতার পাশাপাশি তিনি গদ্য সাহিত্যেও অসাধারণ সমস্ত চিত্রকল্প ব্যবহার করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে এরূপ কয়েকটি চিত্রকল্প তুলে ধরা গেল। ভূতলজঠর, কারখানাঘর, ধূলিধূম সমাকীর্ণ, জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায়... ইত্যাদি।

মেঘদূত

'প্রাচীন সাহিত্য'-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হল মেঘদূত। কবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের সমালোচনা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে কালিদাসের একটা বড়ো প্রভাব কাজ করে ছিল, সে কথা কমবেশি সকলের জানা। শুরুতেই একটা কথা না বললেই নয়, তা হল— মূল সৃষ্টি কালের পরম্পরায় এক স্রষ্টার কাছ থেকে আর এক স্রষ্টার কাছে কেমন করে ধরা পড়ে। কেমন করে তা নব নব ভাবে, নব নব রূপে রসে জাগরুক হয়, এযেন তারই একটি চিরন্তন বার্তা।

প্রবন্ধটির কলেবর ছোটো বটে, কিন্তু ভাব ও ভাব প্রকাশের ব্যঞ্জনায় প্রবন্ধটির শিল্প গৌরব স্মরণ করার মতো। শৈলী প্রয়োগ প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলির উল্লেখ করা গেল— ক) এপিগ্র্যামের প্রয়োগ।

খ) চিত্রকল্পের ব্যবহার।

গ) শ্লেষ সৃষ্টি করতে গিয়ে ছোটো ছোটো কবিতার চরণ সৃষ্টি।

ঘ) স্বদেশ ও স্বদেশীয় কবি ও কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা।

ক) এপিগ্র্যামের প্রয়োগ

এক কথায় গদ্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ সমস্ত এপিগ্র্যাম ব্যবহার করেছিলেন। আলোচ্য মেঘদূত প্রবন্ধ থেকে এ জাতীয় প্রথম শ্রেণির কয়েকটি এপিগ্রাম তুলে ধরা গেল।

১) প্রতিটি মানুষ এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।

২) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ।

৩) হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।

প্রতিটি এপিগ্র্যামের মধ্যে রয়েছে এক একটি গভীর ব্যঞ্জনা; যা প্রাবন্ধিকের দার্শনিক ভাব প্রকাশে বিশেষ উপযোগী। আসলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাববাদী কবি। আর এই পথ ধরেই তার প্রবন্ধে ও কথাসাহিত্যে এপিগ্র্যামের প্রয়োগ ঘটেছে।

খ) চিত্রকল্পের প্রয়োগ

চিত্রকল্পের ব্যবহার সাহিত্যের একটি অপরিহার্য বিষয় বলা যেতে পারে। তবে চিত্রকল্প ছাড়া যে সাহিত্য হবে না, এমনটা নয়। কবিতার ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটে বেশি। তবে গদ্যে যে একেবারে নিষেধ এমন এমনটা নয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতার পাশাপাশি গদ্য সাহিত্যেও প্রথম শ্রেণির বেশ কিছু চিত্রকল্প ব্যবহার করেন। যেমন— অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র, কৃষ্ণনেত্র, পথিক বধূ, কল্পনার মেঘদূত, গিরিশিখরের বিরহী, শরৎপূর্ণিমা রাত্রি... ইত্যাদি।

গ) শ্লেষ ও ছোটো ছোটো কবিতার চরণ সৃষ্টি

১) ...মাঝখানে একাবারে অনন্ত।
২) ...দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর।
৩) সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়।
৪) কেবল অতীত বর্তমান নহে।
৫) মানুষের এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।

ঘ) স্বদেশ-স্বদেশীয় কবি ও কাব্যের তুলনা

স্বদেশ— প্রাচীন ভারতবর্ষ।
পর্বত বা গিরি— রামগিরি, দেবগিরি, কৈলাস, বিন্ধ্য।
স্থান নাম— অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী।
নদনদী— শিপ্রা, বেত্রবতী, রো, নির্বিন্ধ্যা ইত্যাদি।

স্বদেশীয় কবি ও কাব্য :

স্বদেশের নদনদী, গিরি-পর্বতের পাশাপাশি যেমন রয়েছে রাজ্য-রাজধানী ইত্যাদি। তেমনি স্থান পেয়েছে স্বদেশের কবি ও তাঁদের সৃষ্ট অমর কাব্য-গাথার কথা। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট থেকে বাংলা পদাবলী সাহিত্যের কবি চণ্ডীদাস, বলরামদাস প্রমুখ পর্যন্ত কবিদের স্মরণ, বন্দন ও তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন প্রবন্ধটিতে। তাহলে নিজ দেশের ভূগোল ও তার বুকে রচিত ইতিহাসকে বরণ করেছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধায়। আর স্মরণ-বরণের বেদিতে পরম শ্রদ্ধায় যাঁদের পূজা করলেন, তারা হলেন ভারতবর্ষের কবিকুল। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে সে অঞ্জলির ডালা রচনা করতে গিয়ে তাকে শৈলীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

কাব্যের উপেক্ষিতা

সংকলনের শেষ প্রবন্ধটি হল কাব্যের উপেক্ষিতা। এখানে অনুসন্ধিৎসু মন ও দক্ষতা দুটি নিয়েই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সমালোচনায় বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলাবাহুল্য, এ প্রবন্ধ পড়তে পড়তে মনে হয় এ সমালোচনা নয়, এ এক নতুন সৃষ্টি। ভারতীয় মহাকবিদের পূজায় বসেছেন তিনি। কালানুক্রমিক পরম্পরা রক্ষা

করে সংস্কৃত সাহিত্যের চার মহাকবিকে স্মরণ করেছেন তিনি এখানে। চার কবি হলেন যথাক্রমে বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস ও বাণভট্ট।

রামায়ণ : ...দেবী ঊর্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মতো...।

চার কাব্যের চার নারী চরিত্রের উপেক্ষার মর্মবিদারক কথা তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য প্রবন্ধে। মহাকবি বাল্মীকির সেই উপেক্ষিতা হলেন দেবী ঊর্মিলা। দেবী ঊর্মিলার মর্মকথায় যে শব্দাঞ্জলি তিনি দিয়েছেন, সেখানে রয়েছে তাঁর শৈলী প্রয়োগের প্রসঙ্গ।

১) সাধু গদ্যরীতির মধ্যে চলিত গদ্যের আভাস।
২) গদ্যে অলংকার প্রয়োগ।
৩) চিত্রকল্পের ব্যবহার।
৪) এপিগ্র্যামের প্রয়োগ।

১) সাধু গদ্যরীতির মধ্যে চলিত গদ্যের আভাস

তাঁর প্রবন্ধে সাধু গদ্যের প্রয়োগ থাকলেও চলিত গদ্যের শব্দ প্রয়োগ এবং মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো চরণের ক্ষেত্রে চলিত গদ্যের আভাস আমরা লক্ষ করি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক) সে তো কেবল বধূ ঊর্মিলা মাত্র।
খ) এই দুটি তাপসী সখী।
গ) আমি তো মনে করি...।
ঘ) সঙ্গে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছিলো না।
ঙ) মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না।

২) অলংকার

প্রয়োজন বোধে কখনও শব্দালংকার, কখনও বা অর্থালংকার ব্যবহার করা হয়েছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা গেল—

ক) শব্দালংকার : i) নামকে যাঁহারা নাম মাত্র মনে করেন...। (অনুপ্রাস)
ii) সেদিন কার সেই...। (অনুপ্রাস)
iii) অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া...। (অনুপ্রাস)

খ) অর্থালংকার : i) তুমি প্রত্যুষের তারার মতো...। (উপমা)
ii) মূর্চ্ছার ন্যায় মনোহরা একটি তরুণ যৌবনাকন্যা। (উপমা)
iii) হরির ন্যায় সে শ্যাম বর্ণা। (উপমা)

৩) চিত্রকল্পের ব্যবহার

চিত্রকল্প ব্যবহারের মধ্যে থাকে শব্দ শিল্পীর গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশের প্রবণতা। এখানে কয়েকটি চিত্রকল্প তুলে ধরা গেল— চিরবধূ, নিঃশব্দচারিণী, নির্বাককুলিতা, সখীভাব নির্মুক্তা, শৈশবসহচরী, অকাল বিকশিত নবমালতী ইত্যাদি।

৪) এপিগ্র্যামের প্রয়োগ

পদ্য এবং গদ্য উভয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এপিগ্র্যামের প্রয়োগ করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে এ জাতীয় সব প্রথম শ্রেণির এপিগ্র্যাম তিনি ব্যবহার করেছিলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক) সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।
খ) ঊর্মিলা নিজের অধিক স্বামীকে দান করেছিলেন।
গ) সে তো কেবল বধূ ঊর্মিলা মাত্র।

'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ সংকলনটি থেকে তিনটি মাত্র প্রবন্ধ নির্বাচন করে সেখানে রবীন্দ্রনাথের শৈলী প্রয়োগের দক্ষতা ও নিপুণতা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখা গেল। যে আলোচনায় প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের গদ্য কতখানি রসগ্রাহী ও শিল্পনৈপুণ্যে ঋদ্ধ তা প্রকাশ পায়।